দৈনিক বাংলা

185

তারিখ ... 12/7/80 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 2 ...

নিরক্ষরতা দূর করতে শিক্ষিত ব্যক্তিদের এগিয়ে আসতে হবে

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রেসিডেন্ট জিয়া দেশব্যাপী নিরক্ষরতা দূরীকরণে শিক্ষিত ব্যক্তিদের স্বেচ্ছাশ্রমে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন যে নিরক্ষরতা দূর না হলে দেশের সার্বিক উন্নয়নও সম্ভবপর নয় এবং সবাইকে শিক্ষিত করা শিক্ষিতদের জাতীয় দায়িত্ব।

প্রেসিডেন্ট গতকাল বিকেলে ইঞ্জিনীয়ার্স ইনস্টিটিউটে বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতির উদ্যোগে এক জাতীয় মহাসম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন।

তিনি আরো বলেন, নিরক্ষর ব্যক্তি জাতীয় উন্নয়নে তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে না এবং দেশ, জাতি ও তার নিজের শুভাশুভও ঠিক করতে পারে না। এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্যেই দেশব্যাপী নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযান চলছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

কৃষি বিপ্লবের সাফল্যের জন্যে কৃষকদের সাক্ষরতা এবং উৎপাদনমুখী শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে প্রেসিডেন্ট জিয়া বলেন, যে এ জন্যে সরকারী প্রচেষ্টাই যথেষ্ট নয়। এর জন্যে প্রয়োজন সুষ্ঠু সংগঠনের মাধ্যমে শিক্ষিতদের স্বেচ্ছাশ্রম দান। তিনি এই স্বেচ্ছাশ্রমকে আরো জোরদার করার আহ্বান জানান।

প্রেসিডেন্ট জিয়া গ্রাম-সরকার সম্পর্কে বলেন, পরিকল্পনা, সংগঠন এবং সদিচ্ছাই গ্রাম সরকারের ভিত্তি এবং এরই ওপর নির্ভর করে স্বনির্ভরতার জন্যে গ্রাম সরকার সংগঠিত করা হচ্ছে। গ্রাম-সরকারের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণ

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

নিরক্ষরতা

(১ম পৃঃ পর)

এবং শিক্ষার প্রসার ও পরিবার-পরিকল্পনায় সাফল্য অর্জন সম্ভব বলেও তিনি উল্লেখ করেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে দ্রুত শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার জন্যে তিনি আহ্বান জানান।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট আরো বলেন যে দেশের ৮০ ভাগ লোককে নিরক্ষরতার হাত থেকে মুক্ত করা অনেকের কাছে অসম্ভব ব্যাপার মনে হলেও মনোবল থাকলে সবই করা সম্ভব।

স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণের আহ্বান জানিয়ে বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতির কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, বাধা এলে তা অতিক্রম করতে হবে—নুয়ে পড়লে চলবে না।

কাল অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে প্রেসিডেন্ট জিয়া ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাব আবদুল মতিন, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম চৌধুরী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মুস্তাফিজুর রহমান, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব আবদুল বাতেন।

অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শুধু সাক্ষরতা নয়, গণশিক্ষা।

শাহ আজিজ আরো বলেন, সংবিধানে কৃষি ও শিক্ষা বিপ্লবের কথা থাকলেও আগের সরকার এসব ব্যাপারে পদক্ষেপ নেননি। বর্তমান সরকারের কৃষি বিপ্লব প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, খাল কাটার ফলে এবার ৬০ লাখ টন গম উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা—প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণকল্পে এর একটি আলাদা পরিদপ্তর গঠন করা হবে। প্রাইমারী স্কুলগুলোতে শিক্ষার সময়সূচীর পুনর্বিন্যাস এবং গরীব ছাত্রদের অর্ধেক বই বিনামূল্যে দেবার ব্যবস্থা করা হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপ-প্রধানমন্ত্রী জনাব এস এ বাকী এটিও ভাষণ দেন।

12/7/80